দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 7 MAY 2010
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ৬ শতাংশে উন্নীত করা উচিত

স্টাফ রিপোর্টার : শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেছেন, শিক্ষা খাতের দ্রুত অগ্রগতির স্বার্থে বরাদ্দ বর্তমানের ২.২৭-এর স্থলে ৬ শতাংশে উন্নীত করা উচিত। বিভিন্ন স্তরের সরকারী-বেসরকারী শিক্ষক প্রতিনিধি, শিক্ষা প্রশাসনের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ শিক্ষায় ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি, ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদকে শিক্ষা কর আরোপের ক্ষমতা প্রদান, জাতীয়ভাবে শিক্ষা বন্ড চালু এবং সহরাঞ্চলে বিভিন্ন ইউটিলিটি সার্ভিসের ওপর ১ শতাংশে হারে কর প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছেন। জাতীয় প্রেসক্লাবের তিব্বাইপি সাউন্ডে গতকাল জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট আয়োজিত 'শিক্ষায় অর্থায়ন' নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে তারা এ প্রস্তাব করেন। বৈঠকে মুখ্য আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ। জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদের সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায় বৈঠকে বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সাবেক, মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. আব্দুর রশিদ, কারিকুলাম উন্নয়ন, শিক্ষা মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী, পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের সদস্য সচিব অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান, বিসিএস

গোলটেবিলে বক্তারা

সাধারণ শিক্ষা সমিতির মহাসচিব অধ্যাপক মাসুম রব্বানী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ও হিসাব পরিচালক মোল্লা মাহফুজ আল হোসেন, বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ এম এ আউয়াল সিদ্দিকী প্রমুখ। মুখ্য আলোচক ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ বলেন, বর্তমানে শিক্ষাখাতে অবকাঠামো ও বেতনের জন্য যে অর্থ ব্যয় হয় তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। অন্যদিকে গবেষণা ও প্রশিক্ষণে বরাদ্দ নেই বললেই চলে। শিক্ষার উন্নয়নে এ প্রজন্মের মেধাবী অংশকে শিক্ষকতায় আকর্ষণে সক্ষম বেতন-ভাতা দিতে হবে। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের ৬০ থেকে ৬৫ ভাগ তুলভ্রান্তিতে ভরা। সেজন্য মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তকের জন্য উপযুক্ত অর্থসংস্থান রাখতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে ধরে রাখার জন্য দুপুরে বিস্কুট নয়, রান্না করা খাবার দিতে হবে। প্রতিবন্ধী, অনগ্রসর অঞ্চলের পিছিয়ে পড়াদের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এখন অর্থ বরাদ্দ থাকলেও অনেক মন্ত্রণালয় অর্থ ব্যয় করতে পারে না। আবার বরাদ্দ থাকলেও সময়মত তা ছাড় করা হয় না। এসব অনিয়ম বন্ধ করতে হবে। অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, শিক্ষায় অর্থায়ন/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রচলিত ধ্যান- ধারণা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিতে হবে। জনসংখ্যাকে শুধু নেতিবাচক হিসেবে না দেখে তার সৃজনশীলতা, শিক্ষার জন্য অবদান রাখার সক্ষমতা যে আগের যেকোন সময়ের চেয়ে বেশি তা বিবেচনায় নিতে হবে।